PERFORMANCE

কম্পিউটারের পারঙ্গমতা

কম্পিউটারের পারঙ্গমতা

কম্পিউটারের পারঙ্গমতা বা Performance বলতে এটির কাজ করার গতিকে বোঝায়। কম্পিউটারের কাজ করার গতিকে তুলনা করা হয় বিদ্যুৎ এর সাথে। যেমন- একটি যোগ করতে কম্পিউটারের লাগে মাত্র ১ ন্যানো সেকেন্ড ($১০^{-৯}$ সেকেন্ড)। সেই হিসেবে কম্পিউটার ১ সেকেন্ডে প্রায় ২ কোটি যোগ করতে পারবে।

কম্পিউটারের পারঙ্গমতা

কম্পিউটারের অন্যান্য সুবিধাজনক দিক হচ্ছে –

- দ্রুতগতি
- সূক্ষ্মতা
- বিশ্বাসযোগ্যতা
- ক্লান্তিহীনতা
- বহুমুখিতা
- স্মৃতি
- যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত
- স্বয়ংক্রিয়তা
- নির্ভুলতা
- জীবনীশক্তি

Computer In Practical Fields

কম্পিউটারের ব্যবহার

কম্পিউটারের ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবনে কম্পিউটারের ব্যাবহারঃ

১. কৃষিক্ষেত্রে

২. শিক্ষাক্ষেত্রে

৩. খেলাধুলা

৪. ই-কমার্স

৫. স্বাস্থ্যক্ষেত্রে

কৃষিক্ষেত্রে

গবেষণা- কৃষি গবেষণায় কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। যেমন : আবাদ চর্চা, ফসল পরিবর্তন, রাসায়নিক সারের পরিমাণ ও রকম নির্ধারণ, মাটির গুণাগুণ, বীজের গুণাগুণ নির্ধারণ, উন্নত বীজ আবিষ্কার ইত্যাদি।

ই-কৃষি তথ্য : কৃষি সম্পর্কিত সব ধরনের তথ্য সম্বলিত এক ধরনের ডাটাবেজ তৈরি সম্ভব, যাতে করে কৃষক সহজেই তা পেতে পারে।

ইন্টারনেট : কৃষক কম্পিউটারের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হতে পারে। ফলে কৃষক তার কৃষি সম্পর্কিত সকল সমস্যার সমাধান পেতে পারে।

সচেতনতা : কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে কম্পিউটার অপরিহার্য । উপযুক্ত উপস্থাপনা সফটওয়্যারের মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি সম্পর্কিত সকল বিষয়ে অবগত করা ও জনসচেতন করা যায়।

ই-বাজার : কৃষকরা কম্পিউটারের মাধ্যমেই লেনদেন করতে পারে।

কৃষিক্ষেত্রে

আবহাওয়া : কৃষিক্ষেত্রের সাফল্য আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। কম্পিউটারচালিত উপগ্রহ থেকে নেয়া তথ্য পর্যবেক্ষণ করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়া যায়। এতে করে কৃষকরা, তাপমাত্রা, চাপ, বৃষ্টিপাত সম্পর্কে সচেতন হয় ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে ।

রেকর্ড : কৃষিক্ষেত্রে সকল তথ্যের রেকর্ড থাকা জরুরি। যেমন : কৃষি বাজেট রেকর্ড, পশু-স্বাস্থ্য রেকর্ড, জমি মানচিত্র ইত্যাদি। এক্ষেত্রে কম্পিউটার অপরিহার্য।

জিআইএস (Geographical Information System) : নির্দিষ্ট কোনো এলাকা থেকে সেই এলাকার ম্যাপ, মডেল, অনুসন্ধান এবং আরও অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করার কম্পিউটার চালিত পদ্ধতিকেই জিআইএস বলে। উন্নত দেশসমূহে এই পদ্ধতি চালু আছে।

যোগাযোগ : যোগাযোগ ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত দিকগুলোতে কম্পিউটার কাজে লাগে :

ইন্টারনেট; ই-মেইল; স্যোশাল নেটওয়ার্কিং; ফ্যাক্স; সার্ভার; টপোলজি; ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি।

শিক্ষাক্ষেত্রে

নিম্নোক্ত ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনেঃ

- ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার;
- ওয়ার্ড প্রেডিকশন সফটওয়্যার;
- তথ্য সংরক্ষণ;
- দ্রুত ডাটা প্রসেসিং;
- অডিও-ভিজুয়াল এইড;
- তথ্যের অপেক্ষাকৃত ভালো উপস্থাপনা;
- পরীক্ষা গ্রহণ ও তার যাচাই;
- স্কুল প্রশাসনে;
- ইন্টারনেট;
- দূরশিক্ষণ;
- গবেষণা;
- কার্যকর শ্রেণীকক্ষ গড়তে;
- বহনযোগ্য কম্পিউটার;
- অনলাইন এডুকেশন;
- শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বায়ন।

খেলাধুলা

খেলাধুলায় কম্পিউটার ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

ক্রিকেট DRS (Decision Review System), Hawk Eye, Snick-O-Meter, Ball spin RPM, Hot spot ইত্যাদি সবকিছুই কম্পিউটারচালিত ।

খেলার স্কোরবোর্ড, বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ করতে কম্পিউটার কাজে লাগে।

ই-কমার্স

ব্যাংকিং ব্যবস্থা এখন সম্পূর্ণ কম্পিউটার নির্ভর।

লেনদেন, টাকা জমা, টাকার হিসাব রাখা, অ্যাকাউন্টের হিসাব রাখা ইত্যাদি এখন কম্পিউটারের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। শেয়ার মার্কেট সম্পূর্ণ কম্পিউটারের উপর নির্ভরশীল।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে

হাসপাতালে রোগীর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হয়। মানবদেহের অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকল্পরূপে কম্পিউটারকে কাজে লাগানো যায়। এছাড়াও ডায়াগনসিস করতে CT Scan, ECG এবং অন্যান্য যেসব টেস্ট করতে হয় তা সবই কম্পিউটার-নির্ভর।

টেলিমেডিসিন ও মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন ব্যবস্থার মাধ্যমে রোগীর কেস হিস্ট্রি তৈরি ও সংরক্ষণ সম্ভব হচ্ছে।

অন্যান্য ব্যবহার

- মুদ্রণ শিল্পে কম্পিউটারের ব্যবহার প্রকাশনায় নবদিগন্ত এনে দিয়েছে। এর ফটো লিথোগ্রাফীর কারণে ধাতু নির্মিত অক্ষরের চাহিদা হ্রাস পায়।

এছাড়া অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার রয়েছেঃ

- অফিস ব্যবস্থাপনা
- ব্যবসা-বাণিজ্য
- ব্যাংকিং
- সংবাদপত্র
- আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- প্রতিরক্ষা
- মহাকাশ গবেষণা
- তথ্য ব্যবস্থাপনা
- বিনোদন ইত্যাদি।

ধন্যবাদ